WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - XII
BENGALI 2ND LANGUAGE
Answer key
Noon

১. ক) উ: কবি জয় গোস্বামী রচিত 'নুন' কবিতায় 'আমরা' বলতে খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

খ) উ: আলোচ্য কবিতার বক্তা একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের খেটে খাওয়া মানুষ। আর্থিক অনটনের মধ্যে কোনরকমে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। সাধারণ ভাত-কাপড়, অসুখ, ধার-দেনা নিয়েই তাদের দিন চলে যায়।

গ) উ: কবি বলেছেন যে কখনো কখনো তাদের দিন চলেও না। সারাদিন কাজের সন্ধানে ঘুরে কোনো রোজগার করতে না পেরে দুপুর রাতে ঘরে ফেরার পর যখন সে ভাত খেতে বসে তখন দেখে তার ঠান্ডা ভাতে সামান্য নুনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

ঘ) উ: আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখি যে কবি এইসব গরিব পরিবারের প্রতিনিধি রূপে বলতে চেয়েছেন যে এইসব নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজন বিশ্বাস করে সাধ্যের বাইরে গিয়ে কোন কিছু চাহিদা করাটা তাদের কাছে বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনরকমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন সংস্থান করতে পারলেই আর পরণের জন্য মোটা কাপড় হলেই তারা সন্তুষ্ট। এইভাবে জীবন যাপনের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তোলে। নিজেদের না পাওয়া নিয়ে তারা আর দুঃখ করে না।

২. ক) উ: এখানে নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষদের সামান্য লোক বলা হয়েছে।

খ) উ: কবির মতে এইসব খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের দাবি অত্যন্ত সামান্য। তারা কেবলমাত্র তাদের ঠান্ডা ভাতে একটু নুন হলেই খুশি। অর্থাৎ বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাটুকু পূরণ হলেই তারা সন্তুষ্ট।

গ) উ: আলোচ্য 'নুন' কবিতায় আমরা দেখি যে নিম্নবিত্ত পরিবারের পুরুষেরা রুজি রোজগারের আশায় সারাদিন ঘুরে বেরিয়ে সামান্য অর্থও রোজগার করতে না পেরে খালি হাতে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীরে খেতে বসে যখন দেখে তাদের ঠান্ডা ভাতে সামান্য নুনের আয়োজনও করা যায়নি তখন পিতা-পুত্র, দাদা-ভাই মিলে ঝগড়া শুরু করে সমস্ত পাড়া অস্থির করে তোলে। সেই প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে।

ঘ) উ: আলোচ্য অংশে কবি জয় গোস্বামী নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া সমাজের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে এইসব গরিব মানুষের চাহিদা খুবই সামান্য। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তারা তাদের সংসারে কখনোই স্বচ্ছলতা আনতে পারে না। ধারদেনা করে, আধপেটা খেয়ে, অসুখে বিসুখে তাদের দিন কেটে যায়। দিন আনা দিন খাওয়া

এই মানুষগুলো একেকদিন সামান্য অর্থটুকুও রোজগার করতে পারেনা। সেই দিনগুলিতে তাদের ভাগ্যে জোটে সকালের ঠান্ডা ভাত। কিন্তু তার সঙ্গে থাকে না সামান্য নুনও। অর্থাৎ বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা টুকুও তাদের পূরণ হয়না। তাই মানবদরদী কবি সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান যে এই সব খেটে খাওয়া মানুষদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাটুকু যেন পূরণ করা হয়। ভাতের সঙ্গে ডাল তরকারি না হোক অন্তত নুনের ব্যবস্থা যেন করা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যা অবশ্যই কাম্য।